

কালামের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর ক্ষমতায়ন সুকৃতি গুছাইত

গবেষিকা

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার:

ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম-যিনি একবিংশ শতাব্দীর সমাজের কাছে একজন মহান শিক্ষাবিদ, একজন দেশাত্মবোধ মনন সৃষ্টিকর্তা, একজন দূরদর্শী পথ প্রদর্শক, পিছিয়ে পড়া মানুষদের কাছে আশার আলো, একজন সমাজ সংস্কারক, একজন সুযোগ্য নেতা, সর্বোপরি একজন প্রেরণা। বিভিন্ন কারণে প্রাচীন ভারত থেকেই নারীরা অবহেলিত, উপেক্ষিত, অসহায়। নারীজাতির ত্রাতা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে বহু সমাজ সংস্কারক তাঁদের ছাপ রেখে গেছেন। তবে আধুনিক ভারত তথা একবিংশ শতাব্দীতে ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ নিয়ে আলোচনার সর্বাধিক ব্যাপ্তি যিনি ঘটিয়েছেন তার মধ্যে ‘ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম’ অগ্রগণ্য। তাঁর দেখানো পথে ছিল নারীর পিছিয়ে পড়ার ইতিহাসের পর্যালোচনা, ছিল নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রদর্শন, ছিল নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীশিক্ষার বিকাশসাধন, ছিল নারীর ক্ষমতায়নের স্তরবিন্যাস, ছিল সুন্দর ভারত গঠনে নারীর ভূমিকায়ন। তাই জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা প্রসঙ্গে ডঃ কালাম যথার্থই বলেছেন, “আলোকিত নারীরা জাতি গঠনে ভূমিকা রাখে, যেহেতু তাদের চিন্তাভাবনা, কাজের পদ্ধতি এবং মূল্যবোধ ব্যবস্থা-ভালো পরিবার, ভালো সমাজ ও ভালো জাতির দ্রুত বিকাশ ঘটায়”। কালাম আসলে নারীর ক্ষমতায়নের ‘3L’ নীতির ওপর জোর দিয়েছেন; অর্থাৎ L-LEARNING (শেখা), L-LABOUR (পরিশ্রম), L-LEADERSHIP (নেতৃত্ব)।

মূল প্রতিশব্দ: এ পি জে আব্দুল কালাম, নারীর ক্ষমতায়ন।

ভূমিকা:

“কোনও কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি,

প্রেরণা দিয়েছে, সাহস দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী”

সব কালেই নারীর শক্তি অসীম রূপে বর্ণিত। কখনও সেই শক্তি অবদমিত বা কখনও শক্তির বলসানো রূপ। নারী বিভিন্ন পরিসরে বিভিন্ন ভূমিকা প্রদানে সক্ষম। কখনও সে যত্নশীল মা, কখনও সে প্রেমময় কন্যা এবং কখনও সক্ষম সহকর্মী ইত্যাদি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল প্রতিটি ভূমিকা পালনে তারা উল্লেখযোগ্যভাবে সফল। তবুও বিশ্ব তথা ভারতে তারা অবহেলিত গুচ্ছ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। নারী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অদৃশ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বসবাস

করে আসছে যা তাদের পেশাগত এবং ব্যক্তিগত উচ্চতা অর্জনের পথে অন্তরায়। দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এবং তারা বেশিরভাগই কর্মসংস্থান ছাড়াই অপরের ওপর নির্ভরশীল থাকে। নারীর এই নির্ভরশীলতা কমানোর নামই হল “নারীর ক্ষমতায়ন”।

এই নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনের পথে চলা ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে ছিল অসাধ্য সাধনের সমতুল। বিভিন্ন নবজাগরণের পথিক যেমন- ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অ্যানি ব্যাসান্ত, সরোজিনী নাইডুর মত ব্যক্তিত্ব তাঁদের নিজস্ব সময়ে নারীর কল্যাণ তথা নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রদর্শন করেছেন। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর এক বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়, যেখানে যে অবস্থায় নারী তাঁর প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মর্যাদাকর অবস্থায় উন্নীত হতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নের দিশা প্রদর্শন তখনই সম্ভব যখন নারী সামাজিক, অর্থনৈতিক সহ বিভিন্ন বাধা বা সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নারীর উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিজেদের জীবনযাত্রা, দেশের উন্নয়নে অংশিদারিত্ব অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে। একবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক জুড়ে যার নাম “ নারীর ক্ষমতায়ন “ নিয়ে সবথেকে বেশী ধ্বনিত হয়েছে তথা যিনি কার্যত পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন তিনি আর কেউ নয়, তিনি হলেন ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম। যিনি ভারতীয় শিক্ষা তথা মানুষের ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ। যিনি বুঝেছিলেন সমাজ তথা দেশের সর্বাঙ্গিক উন্নতিসাধন তখনই সম্ভব যদি সর্বস্তরের মানুষের উন্নতিসাধন হয়। আর মানুষের উন্নতিসাধন এবং মানুষের ক্ষমতায়ন একই মুদ্রার দুই পিঠ। আর এখানেই কালাম বলেছেন মানুষের উন্নতিসাধন মানেই তা কেবল পুরুষতান্ত্রিক নয় তা নারী কেন্দ্রিকও বটে। কালাম বলেছেন,, “নারীর ক্ষমতায়ন হল একটি ভালো জাতি গঠনের পূর্বশর্ত, নারীর ক্ষমতায়ন হলে সমাজ স্থায়ীত্বলাভ করে”।

উদ্দেশ্য:

(1) কালাম নারীর ক্ষমতায়নের চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাগুলি কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা জানা।

(2) কালামের মতে, কিভাবে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব তার অনুসন্ধান করা।

(3) নারীর কিভাবে রাজনীতিতে এসে উন্নততর ও উন্নতিশীল রাজনীতির প্রবর্তন করতে পারে তা জানা।

(4) নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন কিভাবে একে অপরের পরিপূরক তা কালাম নির্দেশিত পথে অনুভব করা।

(5) নারীর ক্ষমতায়ন কিভাবে দেশের ক্ষমতায়নের সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িত তা জানা।

গবেষণার পদ্ধতি:

নিবন্ধটিতে গবেষক গবেষণা পদ্ধতির ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণার নকশা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষকের লিখিত পত্র-পত্রিকা, কালামের আত্মজীবনী, কালামের লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থকে গবেষণার উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

এছাড়াও, কালাম লিখিত বিভিন্ন বই,ম্যাগাজিন,ভাষণ, সাক্ষাৎকার, জার্নাল ইত্যাদি যার মধ্যে কিছু মুদ্রিত ও কিছু অনলাইন থেকে প্রাপ্ত তথ্য গবেষণার কাজে সাহায্য করেছে।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের পর্যালোচনা:

(1) Barma, P (2012) তাঁর “Educational impoverishment of the tribal women of Odisha” নামক শীর্ষকে কালামের মতে এখনও বিভিন্ন কারণবশত যে শিক্ষার অসম বন্টন বর্তমান তা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন ভারতে মূলত তিন ধরনের পরিবার আছে- প্রথমতঃ যারা সুবিধায়ুক্ত ও ভাগ্যবান আর্থিক সচ্ছল পরিবার দ্বিতীয়তঃ আগ্রহী কিন্তু তথ্যের অপরিপূর্ণতার কারণে পিছিয়ে পড়া পরিবার ও তৃতীয়তঃ দুর্বল ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভবে অক্ষম পরিবার। শিক্ষার এই অসম বন্টন দূর করার জন্য যে নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজন তা কালাম প্রদর্শিত পথে অনুভব করার কথা বলেছেন।

(2) Pachaiyappan, P (2014) তাঁর “Education -tool for woman empowerment” নামক শীর্ষকে বলতে চেয়েছেন যে নারীর ক্ষমতায়নের একটি মূল শর্ত হলো শিক্ষা। একটি জাতি তখনই সম্পন্ন হয় যখন সেই জাতি ক্ষমতায়নের শীর্ষ রূপে অবস্থান করে। কালাম বলেছেন নারীর ক্ষমতায়ন হলো একটি ভালো জাতি গঠনের পূর্ব শর্ত নারীর ক্ষমতায়ন হলে, সমাজ স্থায়িত্ব লাভ করে।

(3) Mondal, T. A. & Manna, D (September,2020) তাঁর “ A.P.J Abdul Kalam’s role in Women empowerment ” নামক শীর্ষকে এপিজে আবদুল কালামকে একজন স্পষ্ট বক্তা, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ, সুযোগ্য নেতা, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজ সংস্কারক রূপে তিনি সব সময় চিন্তা করতেন এই ভেবে যে নারী শিক্ষা খুব খারাপ জায়গায় রয়েছে। কালাম বলতেন নারী শিক্ষার প্রচার খুব বিশেষভাবে দরকার কেননা তবে তা সর্বস্তরে পিছিয়ে পড়া নারীর মধ্যে শিক্ষার চেতনাকে জাগ্রত করবে। কালাম এও বলতেন “ যখন নারী শিক্ষা গ্রহণ করে, তখন কোন জাতি শিক্ষিত হয় “। উচ্চশিক্ষায় নারীর যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাও তিনি বলতেন। উচ্চশিক্ষায় নারী যত শিক্ষিত হবে তার প্রভাব প্রথম পড়বে নারীর পেশায়। এবং তারা পেশায় যত সক্ষম হবে তত নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করবে। কালাম তার বিভিন্ন ভাষণে ও সাক্ষাৎকারে বলতেন, বিকাশশীল দেশ হিসাবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে হলে প্রথমে আমাদের নারীর ক্ষমতায়ন দরকার; কারণ নারীর ক্ষমতায়ন তাদের সমাজে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটতে সাহায্য করবে, মূল্যবোধ গড়ে তুলবে ভালো পরিবার আর ভালো পরিবার গড়ে তুলবে ভালো সমাজ আর সেই ভালো সমাজ গড়বে ভালো জাতি তথা ভালো দেশ।

(4) Bhatia, R (8th March,2023) তাঁর “Educating Woman changes the world for better” নামক শীর্ষকে কালাম কিভাবে দেখিয়েছেন যে নারীর ক্ষমতায়ন বিশ্বের স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম তা আমাদের কাছে উন্মুক্ত করেছেন। শিক্ষা যে মানুষের উন্নতি সাধনের একমাত্র আশা তা আমাদের

কাছে উন্মুক্ত করেছেন। কালামের বিশ্বাস ছিল শিক্ষা পিছিয়ে পড়া নারীদের সমাজের সকল স্তর থেকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম। শিক্ষা নারীকে সেই আত্মবিশ্বাস প্রদান করে যাতে সে সামাজিক গণ্ডি টপকে তার চিন্তার স্বরূপ অনুধাবনের সক্ষম হন। ভারতে সংস্কৃতি ও বর্ণের নামে যে পিছিয়ে পড়ার বীজ নারীর ক্ষমতায়নের পথকে কণ্ঠ কার্নিত করেছে তাকে সমূলে উৎপাটন করতে হলে শিক্ষাই আয়োজক একমাত্র দিশারী।

আলোচনাত্মক বিশ্লেষণঃ

(1) কালামের মতে নারীর ক্ষমতায়নের চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা:

কালাম ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ তথা সমাজ সংস্কারের মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি। তার বিভিন্ন পুস্তকে সাক্ষাৎকারে তিনি সর্বদা উন্নতশীল সমাজের তথা উন্নতশীল ভারতের কল্পনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে সেই সমস্যাকে গভীর থেকে বোঝা দরকার। তিনি নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রথমেই তার সমস্যাগুলি কি কি তা অনুধাবন করার কথা বলতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে সেই সমস্যাকে গভীর থেকে বোঝা দরকার। তিনি নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রথমেই তার সমস্যাগুলি কি কি তা স্থির কথার করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে ভারতীয় নারীর ক্ষমতায়নের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতার বর্তমান। তার মতে, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো- (ক) কন্যা সন্তান সম্পর্কে ভারতীয় সমাজের বস্তাপচা ধ্যান-ধারণা (খ) পণপ্রথা (গ) নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সমাজের একাত্মতার অভাব (ঘ) পরিবর্তনের অনীহা (ঙ) নারী শিক্ষায় অপর্যাপ্ততা (চ) পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য ইত্যাদি।

“Wings of Fire” এ কালাম বলেছেন, “কোনও সমাজের পরিবর্তন তাহলে কে ঘটাবে ? “ ভারতীয় সমাজ তার স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই তার ধ্যানধারণার পরিবর্তন সাধনে ততটা তৎপরতা দেখায়নি বলেই কালামের ধারণা। কালাম বিশ্বাস করতেন, নারীর ক্ষমতায়ন কোন একক ব্যক্তি কেন্দ্রিক সম্ভব নয়। অনেক শিক্ষিত সুচিন্তিত মতামত প্রদানকারী ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া নারীদের নিজের এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। যে কোন সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে সফলতার পথে অনেক চ্যালেঞ্জ সীমাবদ্ধতা আসবে কিন্তু তার সঠিক কারণ সঠিক বিশ্লেষণ যদি না করা হয় তবে তার সর্বতভাবে সঠিক দিশা প্রদর্শনে সক্ষম হবে।

(2) কালামের মতে নারীর ক্ষমতায়নের পথ:

নারীর ক্ষমতাকে মাপার অর্থ হল অসীমকে মাপা। কিন্তু সেই অসীম শক্তি নারীর কাছেই অনাবিস্কৃত। ভারতীয় নারীর পিছিয়ে পড়ার ইতিহাস যেন এক কাহিনী। যে কাহিনী নারীর পিছিয়ে পড়ার কারণগুলি বর্ণনা করে। আব্দুল কালাম এর মতে ভারতীয় নারীর পিছিয়ে পড়ার কারণগুলি হলো কন্যা সন্তানের প্রতি অনীহা প্রদর্শন, নারী শিক্ষার পশ্চাৎগমতা, পণপ্রথা, অল্প বয়সে বিবাহ, সঠিক সরকারি নীতির সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান প্রয়োগের অভাব। এই

পিছিয়ে ইতিহাসকে বদলাতে প্রথমে যে জিনিসটি চাই সেটি নারীর অন্তরেই বিদ্যমান। প্রথমেই নারীর সাহস ও আত্মবিশ্বাস এই পিছিয়ে পড়া ইতিহাসকে বদলাবে। তাদের চাই সঠিক প্রেরণা। এই প্রেরণা দেবে এক সফল নারী। যে নারী সমাজের নানা বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে অসফলতার শ্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে সফলতার চূড়োয় পৌঁছেছেন। এই সমস্ত সফল নারীর সান্নিধ্য লাভ পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর নারীর কাছে এক পরশপাথরের তুল্য। সফল নারীর সঠিক পথে সঠিক মিথস্ক্রিয়া তাদের নতুন উদ্যমে কাজের প্রেরণা দেবে। প্রেরণা দেবে এগিয়ে যাওয়ার। পারিবারিক কাজের বোঝা নারীর কাছে এক শৃঙ্খলের সমতুল। যেকোনো ক্যারিয়ারের ভাবনার মাঝে বিভিন্ন সাংসারিক দায়িত্ব তাদের মননে যুক্তির দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কারণ নারী কখনো মা কখনো মেয়ে কখনো স্ত্রী ইত্যাদি। এই দ্বন্দ্ব সর্বদা জয়ী হয় তার দায়িত্ববোধ। কালাম তার ভাষায়, পরিবার থেকে নিজের ক্যারিয়ারকে বিচ্যুত করে বিচার করে বৃহত্তর স্বার্থকে মুখ্যতা প্রদানের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন বৃহত্তর স্বার্থে, নারীর দায়িত্ববোধের বোঝা খুবই নগণ্য।

পরিবর্তন সর্বদাই সিংহভাগ মানুষের কাছে অনভিপ্রেত এক জিনিস। কিন্তু আমরা ভুলে যাই পরিবর্তনই হল জীবনের একমাত্র ধ্রুবক। নারীদের উদ্দেশ্যে কালাম বলেছেন, তারা যেন তাদের প্রেরণাদায়ী মননে পরিবর্তনকে গ্রহণ করে এই পরিবর্তনকে নিজের জীবনে প্রবর্তন করেন। বিষয়টি এতটা সহজ না মনে হলেও তারা যেন সেই দক্ষতা অর্জন করে। এর সাথে যে বিষয়টি সংযুক্ত সেটি হল তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকা। অন্যের সিদ্ধান্তের ওপর মুখাপেক্ষিতা নারীদের দুর্বল করে। আর দুর্বলতা যে কোন মানুষের সাফল্য লাভের পথের বাধা। কালাম তাই সব সময় মানুষকে সর্বদা জীবনে ধনাত্মক চিন্তাধারার পাঠ পড়িয়েছেন।

তাই তিনি এন.জি.ও এর মাধ্যমে অথবা স্বনির্ভরতার মাধ্যমে নারীদের ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক দিয়েছেন। কালাম বিশ্বাস করতেন, এর ফলে যে বিষয়গুলি হবে সেগুলি হল- একতার লাভ, ব্যর্থতার কে ভয় না করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি। এভাবেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব বলে কালাম বিশ্বাস করতেন।

(3) কালামের মতে নারীর রাজনীতিতে যোগদানঃ

নারীর ক্ষমতায়ন মানে নারীর সমান অধিকারকে সুনিশ্চিত করা, নারীর মতের সমান মূল্য দেওয়া, নারীর মতামতে দেশের ক্ষমতায়ন ঘটানো। স্বাধীনতার প্রাক্কাল থেকে আজ পর্যন্ত নারীর সাধারণ মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনের পথ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। নারীর মতামত কে ভারতীয় সমাজ সর্বদা খর্ব করে দেখেছে। তবুও ইন্দিরা গান্ধীর মত নির্ভীক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রধানমন্ত্রীও দেশ দেখেছে। একজনকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে কোনও অব্যবস্থার সার্বিক চিত্রকে ঠিক করা সম্ভব নয়। তাই তার সঠিক পথ প্রদর্শন দরকার। এখনকার সময়ে নারী উন্নয়ন বা নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি যেহেতু নারীর ভালো থাকার সাথে সংযুক্ত যেহেতু নারী উন্নয়ন ও নারীর আইনত অধিকারের মতো বিষয়গুলি নারীর রাজনৈতিক সংযুক্ততার

উপর নির্ভরশীল।

ভারতে বর্তমানে 12% মহিলা সাংসদ ও ভারতে মোট মহিলা বিধায়কের মধ্যে মহিলা বিধায়কের সংখ্যা 8%। ভারতীয় রাজনীতিতে এই ক্ষুদ্র সংখ্যক মহিলার অন্তর্ভুক্তিকরণ ভারতীয় সমাজে কয়েকটি বার্তা বহন করে-

প্রথমতঃ এই যোগদানে সমাজের প্রতিটি স্তরের মহিলাদের দাবি অবদমিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ নারীর নিজস্ব মতামতকে অগ্রাহ্য করা হয়।

তৃতীয়তঃ নারী সত্তা বিঘ্নিত হয়।

তাই কালাম বলেছেন, “আগে পার্লামেন্টে মহিলাদের 33 শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর তারপর তুমি রাষ্ট্রপতি হতে পারবে।” 33 শতাংশ মহিলা প্রতিনিধিত্বের দাবির মাধ্যমে কালাম ভারতের সর্বস্তরের মহিলাদের দাবি, মতামত, আওয়াজ দেশের সর্বস্তরে পৌঁছাতে চেয়েছেন। কালাম সমাজের কোন সমস্যাকে সমাধানের ক্ষেত্রে সর্বদা সমস্যাকেই তৃণমূল স্তর থেকে সমাধানের কথা বলেছেন। মহিলারা কোন পরিবারের সঠিক সমস্যা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত। কালাম বলেন, “নারী সামাজিক কিছু সমস্যায় তার মজ্জাগত কিছু বৈশিষ্ট্যের যেমন- সহানুভূতিশীলতা, ধৈর্যশীলতা, স্থিতিশীলতা, মননশীলতা, সামাজিক কিছু সমস্যায় সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক অভিজ্ঞতার ইত্যাদির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।” কালাম এও বলেছেন, “গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা পেলে মহিলারা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে দর্শনীয় কাজ করে দেখাতে পারে।”

(4) “নারী শিক্ষা” - নারীর ক্ষমতায়নের হাতিয়ার:

শিক্ষার প্রয়োগ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। শিক্ষা জীবনের চলার পথকে সুগম করে। নারী তার প্রাপ্য অধিকার আদায়ে যদি আন্দোলনের পথ বেছে নেয় তবে তা কখনো কখনো ফল লাভে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে। নারী শিক্ষা যে নারীর ক্ষমতায়নের একটি হাতিয়ার তা কালাম খুব সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন। নারী মন সমব্যথী। সমাজের প্রতিটি স্তরে অতি সহজে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা নারীর আছে। শিক্ষা তাদের এই মিলে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা কে বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে তোলে। কালাম তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিচার করেছেন। “টার্নিং পয়েন্ট” নামক বইয়ে কালাম বলেছেন, যে সফর যত কঠিন সেই সফরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ততোধিক কঠিন। নারীর ক্ষমতায়নের পথে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নারী তার শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করবে। কালাম বিশ্বাস করতেন গুচ্ছাকারে বা একত্রিত হয়ে থাকা চলার পথকে অনেক সহজতর করে। আবার যদি কোন সিদ্ধান্ত সম্মিলিত ভাবে নেওয়া হয় তবে তা হয় আলোচনামূলক। নারী শিক্ষা আবার নারীকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকেও সক্ষম করে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তাৎক্ষণিক কর্ম সম্পাদনকে ত্বরান্বিত করে তাৎক্ষণিক কর্মসম্পাদন আবার সামাজিক উন্নতি তথা বিকাশে সহায়ক।

শিক্ষার ভূমিকা জাতির বিকাশে বা দেশের বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তবে কেবলমাত্র কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণই নয়, শিক্ষার ভূমিকা জাতির বিকাশে বা দেশের বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কোন সমস্যায় নিজেদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিও রাখতে হয়। সমালোচক দৃষ্টিভঙ্গি ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এই ভালো মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করে ভালোকে গ্রহণের জন্য আহ্বান করতে হবে। নারীকে দিতে হবে নেতৃত্ব। কালাম নারীর ক্ষমতায়নে নারীর নেতৃত্ব দান এক বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করতেন। নারীর নেতৃত্ব দান পিছিয়ে পড়া নারীকে এক অন্য মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। এক কথায় কালাম বলতেন, শিক্ষাকে জীবনের চরম হাতিয়ার রূপে বিবেচনা করতে। কালাম যে যে গুণাবলীগুলোকে ক্ষমতায়নের হাতিয়ার বলে মনে করতেন সেগুলির সরাসরি যে সম্পর্ক শিক্ষার সাথে তা প্রমাণিত। তাই বলা যেতেই পারে যে, নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন একে অপরের পরিপূরক।

(5) “নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত হল দেশের ক্ষমতায়ন”:

কালামের পুরো জীবনকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তার জীবনের দুটি অর্থ ছিল- একঃ শিক্ষা এবং দুইঃ দেশের উন্নতি সাধন। দেশের উন্নতি সাধনের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটা কালাম তার বিভিন্ন বক্তব্য, বিভিন্ন বইয়ে খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। দেশের উন্নতি সাধন নির্ভর করে দেশের ক্ষমতায়নের ওপর আর দেশের ক্ষমতায়ন নির্ভর করে আমাদের দেশের মানুষের ক্ষমতায়নের ওপর। কালাম লিঙ্গ, জাতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যতিরেকে সমস্ত ক্ষেত্রে দেশের উন্নতির গাথা সর্বতোভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। কালাম বুঝেছিলেন আমাদের দেশে নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষভাবে ব্যাহত। কালাম মনে করতেন নারীরাই পারে একমাত্র আমাদের দেশের ক্ষমতায়নের রূপরেখাকে প্রবলভাবে ব্যাপ্তি ঘটাতে। কোন উন্নত দেশ নির্ভর করে সেই দেশের সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে নির্ণয়ে, সমস্যা গুলিকে সমাধানে, সমস্যা গুলির প্রতি দেশের মানুষের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে কতটা সক্ষম তার ওপর। কারণ কালাম বিশ্বাস করতেন, দেশের মধ্যে যত সমস্যা থাকবে সেই দেশ ক্ষমতায়নের পথে ঠিক ততটাই পিছিয়ে যাবে। ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির দ্বারা যদি আমরা দেশের উন্নতিকে স্তব্ধ করে দিই তাহলে সেই দেশ কখনোই উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে না। আর নারীই পারে সেই সমস্যা গুলির একেবারে গভীরে প্রবেশ করতে। কারণ নারী সমাজের একবারে ক্ষুদ্রতম এককে অবস্থান করে। যেখান থেকে সমস্যাগুলোকে অনুধাবন করা, সমস্যাগুলির কার্যকরী সমাধান নির্ণয় নারীর পক্ষে খুবই সহজ থেকে সহজতর হয়। আর সে ক্ষেত্রেই দরকার নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের ফলে সমাজের যে উন্নতি সাধন হবে তা কালাম একেবারে অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন, “নারীর ক্ষমতায়ন গঠন করে একটি সুন্দর পরিবার, একটি সুন্দর পরিবার গঠন করে একটি সুন্দর সমাজ ও একটি সুন্দর সমাজ গঠন করে একটি সুন্দর দেশ”।

ফলাফল:

কোনো চিন্তন বা ভাবনার যে সবসময় প্রত্যক্ষ ফলাফল থাকবে তা কল্পিত নয়। তবে একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আমরা যে কটি নারীদের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করলে তাতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি কালামের দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রতিফলন বিদ্যমান। তা সে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘বেটি বাচাও, বেটি পড়াও’, ‘S.H.G স্কিমের মতো নারীর ক্ষমতায়নের 10 টি প্রকল্পই হোক বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘কন্যাশ্রী’ই হোক- সব ক্ষেত্রেই যেন কালাম এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন সাফল্যগুলি হল –(ক) লোকসভা ও বিধানসভায় এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ এর প্রস্তাব। (খ) পঞ্চায়েত স্তরে নারীদের সংরক্ষণ বৃদ্ধি (গ) মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, কেরালা ইত্যাদি রাজ্যে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে মহিলাদের 50% সংরক্ষণ ইত্যাদি।

উপসংহার:

নারীর ক্ষমতায়ন মূলত পাঁচ প্রকার। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনি ও মনস্তাত্ত্বিক। কালাম বিভিন্নভাবে বিভিন্ন লেখনী, ভাষণ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে উপরের পাঁচ প্রকার ক্ষমতায়নের পথ বাতলেছেন। তিনি মনে করতেন, দেশকে বদলানোর ক্ষমতা পুরুষ অপেক্ষা নারীদের অনেক বেশী। শুধু তা কেবল উপযুক্ত সুযোগের মুখাপেক্ষী। কালাম কোনো ক্ষেত্রে কোনো সময় কোনো সাফল্যলাভের পথকে সহজ বলে ভাবতেন না। আর কোনও অসফলতাকে মনে ঠাই দিতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন বদলে দেবার ইতিহাস লেখা খুব সোজা কাজ নয়। তেমনই এতো সফলতার মাঝে অনেক চিন্তাজনক দিকও বর্তমান। যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত 193 টি দেশের মধ্যে 148 তম স্থানে রয়েছে। তাই বদলে দেওয়ার ইতিহাস লেখার এখনও অনেক বাকী। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ, নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ, আরও ব্যাপ্ত নীতি প্রণয়ন ইত্যাদির মাধ্যমেই সঠিক নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব।

তথ্যপঞ্জি (Reference)

- 1) Sheth, A (2021) “Dr. A.P.J. Abdul Kalam on women empowerment” retrived from <https://www.thewomb.in/dr-a-p-j-abdul-kalam-on-women-empowerment/>
- 2) Ahamed,K.A (2015) “5 QUOTES THAT PROVE DR. KALAM WAS THE FEMINIST INDIA NEEDED, Retrived from <https://www.bebeautiful.in/lifestyle/art-and-culture/5-quotes-proves-dr-kalam-was-feminist-india-needed>
- 3) Staff reporter (2010) retrived from <https://www.thehindu.com/news/cities/Coimbatore/Kalam-calls-for-women-empowerment/article16202669.ece>

4) Express News Service (2013) "Empowerment of women will lead to peace: Kalam" retrived from <https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2013/jul/31/Empowerment-of-women-will-lead-to-peace-Kalam-502143.html>

5) STP Team (2015) "Abdul Kalam was a believer of women's empowerment: 5 memorable quotes" retrived from <https://www.shethepeople.tv/news/abdul-kalam-was-a-believer-of-womens-empowerment-5-memorable-quotes/>

6) Kalam, A.P.J, Tiwari, Arun. Wings of Fire. 1999. Universities Press

7) Kalam, A.P.J. India 2020 .2014. Penguin Books

8) Kalam, A.P.J. & Ponraj, V . 2014. A manifesto for Change . Harper Collins Publishers.

9) Bhatia, R (2023) terived from <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/educating-woman-changes-the-world-for-the-better/?frmap=yes>

10) Mondal, Tanvir Ahamed, Manna Debabrata . (2020) retrived from <https://www.jetir.org/papers/JETIR2009454.pdf>

11) Zee News (2005) "Women empowerment must for nation building: Kalam" retrived from https://zeenews.india.com/news/nation/women-empowerment-must-for-nation-building-kalam_233368.html

12) Sujon, A.H (2021) "নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রতিবন্ধকতা" retived from <https://sarabangla.net/post/sb-588390/>